বেদ অনুসারে গায়ত্রী দেবী ও গায়ত্রী মন্ত্র প্রকৃত পক্ষে কার স্বরূপ ?

বেদের সংহিতা ভাগে বলা হয়েছে যে, গায়ত্রী দেবী ও তার পরমেশ্বর শিবেরই স্বরূপ □

প্রয়তঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ ।
ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্ত ॥ ২০
যো বৈ বেদাদিষু গায়ত্রী সর্বব্যাপীমহেশ্বরাৎ ।
তদ্বিরুক্তং তথাদ্বৈশ্যং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥ ২১
[তথ্যসূত্র - ঋগ্বেদ সংহিতা/আশ্বলায়ণশাখা/১৭১/১০ এবং ঋগ্বেদ সংহিতা/খিলানি/চতুর্থ অধ্যায়/১১ নং খিলা]

□ অর্থ □ যিনি নিত্য, প্রণব, পরম, পুরুষোত্তম, সাক্ষাৎ □ কার এবং পরমাত্মা, যিনি সাক্ষাৎ সমগ্র বেদের গায়ত্রীস্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী মহেশ্বর বলে উক্ত হয়েছেন, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শিবের প্রতি মন সংকল্পিত হোক ॥ ২০-২১

****
****

শাস্ত্র বচন সর্বদাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়। সুতরাং, ঘুরেফিরে সেই গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী দেবী শিবা (ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা) ও □-কার বীজ মন্ত্রের দ্বারা শিবলাভই হল একমাত্র উদ্দেশ্য - এটিই প্রমাণিত হচ্ছে, এটি শাস্ত্রের বচনের ভিত্তিতে প্রমাণিত। বিষ্ণু বা অন্য দেবদেবী কেউই প্রধান উদদনয়, স্বয়ং প্রভু শিবই গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা, ঐ গায়ত্রী মন্ত্রের দেবী গায়ত্রী দেবী হলেন স্বয়ং শিবপত্নী মা পার্বতী দুর্গা শিবা।
এখন যদি কোনো মূর্খ জেদী ব্যক্তি এই পরম সত্য কে মেনে নিতে না পারে, এই সত্যকে অস্বীকার করে, তবে তার চেয়ে বড় পাপী ও দুর্ভাগ্য আর অন্য কারোরেই নেই।
শাস্ত্রের বচনে সকল কিছুর দ্বারা অন্তিম গতি হিসেবে যে একমাত্র অম্বিকাপতি শিবই লাভ হন, আর অন্য কেউ না - তা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বর্তমানের সমাজ এই পরমসত্য সম্পর্কে অবগত নয়, আজও গায়ত্রী মন্ত্রকে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ প্রমাণ করবার অছিলায় তার অপব্যাখ্যা করে, গায়ত্রী মন্ত্রকে শিববিহীন হিসেবে প্রচার করে গায়ত্রী মন্ত্রের অপলক্ষ্য বানিয়ে সমাজের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ধর্মের ধ্বজাধারী অধর্মী পাষণ্ডরা। গায়ত্রী মন্ত্রকে শিবের নয় বলে প্রচার করা হচ্ছে, গায়ত্রী মন্ত্রকে সকল দেবতার থেকে স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ দেখানোর অপপ্রয়াস চলছে, যা কিনা পাপকর্ম। আর এই কারণেই আজ আমাদের সনাতন ধর্মের বেহাল অবস্থা হয়েছে।
ধর্যের পোষাক পরিধান করে অধর্মী ব্যক্তি ও সম্প্রদায় গুলি বলে বেড়ায়, গায়ত্রী মন্ত্র জপের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়, ঐ ব্রহ্মটি শুধু একমাত্র শিব নয়। অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্র শিবের নিজস্ব মন্ত্র নয় বলেই দাবী করে বর্তমানের এই পাষণ্ডগণ। কিন্তু এটি কলিযুগের মানুষের সাথে প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ শাস্ত্র সরাসরি গায়ত্রী দ্বারা শিবের কাছে পৌঁছে যাবার কথা স্বীকার করেছেন, সেই গায়ত্রীর সেবা করেন ব্রহ্মা বিষ্ণু তথা সকলে। সুতরাং পরমেশ্বর

শিবই সেই ব্রহ্ম। বিষ্ণু-ব্রহ্মা বা অন্য কেউই গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা নন। তাই আসুন আমরা সকলে সত্য সনাতনকে তুলে ধরি। প্রকৃত সত্যের মাধ্যমেই ধর্ম স্থাপন সম্ভব, কাল্পনিক ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে মনগড়া মতপথ বানিয়ে সেই পথে ধর্মকর্ম করা সম্ভব নয়, এতে ধর্ম স্থাপন সম্ভব নয়।

আমাদের শাস্ত্রে যেভাবে বিধান ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের চলতে হবে।

Published on: Oct, 02 2025 12:09